ছায়াঘর

অসীম চট্টরাজ

বালিশ থেকে কোমর সহ মাথাটা তুলেছিল চোখেরপাতা বন্ধ রেখেই। যখন এ - হেন সচেতনতার মধ্যেও ছবিটা রেটিনায় স্পষ্টআটকে রইল সনজিদা বুঝতে পারল এটা সত্যি স্বপ্ন নয়, আসলেস্বপ্নের স্টিল ফটোগ্রাফ, যেটা কিনা তাড়ালে যাবে না। ওকয়েকবার জোরে জোরে চোখ রগড়ে ধীরে চোখের পাতা খুলল, আরকম্পিউটার স্ক্রিনে আলো ফোটার মত আস্তে আস্তে ফুটে উঠলদোমড়ানো বালিশের পাশে পড়ে থাকা পোস্ট মডার্নিজম ফর বিগিনার্স,পড়ার টেবিলে কিছু নারীবাদ সত্রান্ত বই, চেয়ারের উপর কালরাতে শোওয়ার আগে ছেড়ে রাখা নোংরা জিন্স্ আর টপ, মমেটের পড়ারটেবিলে মাসিক ৫০০ টাকায় ভাড়া নেওয়া স্কার্ট আর ব্রা পরে শুয়ে থাকা,টপটা বালিশের পাশে দোমড়ানো। ওকে দেখে হাসি পাবার মুহূর্তে সনজিদারগায়ে হাত পড়তে খেয়াল হল ওর গায়ে একটা সুতোও নেই। কাল তান্ত্রাতে বান্দ্রা নিবাসী যে অবাঙালি ধনী হ্যান্ডুটিকে ওরাদুজন মুরগি করেছিল সে মাল প্রথম দিনের তুলনায় একটু বেশিই হাতখোলা।বেদম বিয়ার খাইয়েছে। গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গেছে হস্টেলের দরজার সামনে। বলেছে আজপাঁচটার সময় তুলে নিয়ে যাবে। ওরা অবশ্য আজ পাঁচটার অনেক আগেইবেরিয়ে যাবে। কেননা আজ, ওরা জানেআজ, ছেলেটার মধ্যে চাহিদার আঁকুড় গজাতে শু করবে, প্রশ্রয় পেলে হাতআরও খুলবে আর মগজ এবং রেটিনার ফোকাসে কালকের রাত্রের ইত্যাদিবাস্তবতা অথবা বাস্তবতার বিজ্ঞাপন ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠলসনজিদার মাথায়। হ্যাং ওভারে ভারি হয়ে থাকা তন্বী শরীরটাকে টো-এরভরে দাঁড় করাল ও । মাথা, ঘাড় আর হাতদুটো পিছনে টেনে আড়মোড়াভাঙল। সুরিতার মিনি স্কার্টটা টেনে হাঁটু পর্যন্ত নামিয়ে পায়েরপাতায় আলতো লাথি মেরে হাই জড়ানো গলায় বলল---ওঠ শালা। সাড়ে নটা বাজে,ক্লাস যাবি না। সুরিতা তখনও ঘুমে অচৈতন্য। নাইটিটা চাপিয়ে সনজিদা চলেগেল বাথমের দিকে।

এই বেপরোয়া জীবনে সনজিদা পরোয়া করে মাত্রদুটো জিনিস। টেবিলের বইগুলো আর গসিপ উইথ সঞ্জীব নামে একটা অন লাইনচ্যাট্। অবশ্য বইগুলোর ক্ষেত্রে পরোয়া না বলে প্রশ্রয় বলাই ভাল।অধ্যাপক বাবা-দাদার পারিবারিক প্রভাবে যদিও বইপত্রের প্রতিএকটা আকর্ষণ ওর আছে, কিন্তু তন্ত্রার ঠেকে আর ইন্টারনেটের চ্যাট্শো-এর নেশা ধরে যাবার পর এখন ও বইআনে শুধু বইগুলোর ইমেজ উল্টেপাল্টে দেখতে, যাতেইউনিভসিটির ঠেকে ইন্টেলেকচুয়াল ইনথিংগুলোর আলোচনায় ওপিছনে না পড়ে। সুরিতার এসবের বালাই নেই। ওর আশা, এইভাবে চলতেচলতে কোনো-না কোনো একদিন ও এক পয়সাওয়ালা মস্তিবাজ দিলদারভালো ছেলের প্রেমে পড়বে যে ওয়ান ফাইন মর্নিং আরও বড়ো কেরিয়ারকরতে ওকে নিয়ে কলোরাডোগামী প্লেন ধরবে। তাই রাত্রে মস্তিআর দিনে অন লাইন মেড ফর ইচ আদারের মাঝেমধ্যে ঝাঁক মারা ছাড়া বাকি সময়টা ও কাটিয়েদেয় ফিগারমেনটেন করতে। এর মাঝে ওইসব বইপত্রের ঝামেলা ! ছোড় না ইয়ার। মাঝে মাঝে সনজিদারও ইচ্ছা হয় সুরিতার মত অত্যন্তবুদ্ধিমত্তার সাথে শরীর থেকে মগজটাকে ছেঁটে ফেলতে। পারে না। পারে না অনলাইন চ্যাটের সঞ্জীব ছোকরার জন্য। ইন্টারনেট ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেইপ্রথম যে-দিন ও আবিষ্কার করল চ্যাট্ উইথ সঞ্জীব ক্যাল ডট কম বলেএকটা অন লাইন চ্যাট্ ক্লাব আছে, সঞ্জীব ছোকরার সাথে আলাপ হলো, দু-একদিনতিন মিনিট ফ্রি লাইন গসিপের পর ক্রেডিট কার্ড নাম্বার দিয়ে ক্লাবেরমেম্বার হল, প্রথম দিন সেই যে ঘন্টাখানেক দুরন্ত আড্ডায় সঞ্জীবআবিষ্কার করল সনজিদা বেশ মগজওয়ালা মেয়ে, এরকম মেয়ে এর আগে নাকি ওইন্ট

ারনেটে দেখেইনি, তারপর থেকেই উত্তরাধিকারে মগজটা যাই যাই করেও থেকে গেল ওর সাথে।সঞ্জীবের খাতিরেই সরিয়ে রাখতে পারল না।

ইথার বাহিত সঞ্জীব নাকি বাস্তব নয়, ও কিজীবন্ত, না জীবনের প্রজেক্শন---এসব নিয়ে আজকাল ভাবে সনজিদা। কেন ভাবে ? টুথ ব্রাশের উল্টো দিকটা আলতো চাপে দাঁতে ধরে আয়নায় চুল ঠিককরতে করতে নিজের দিকে তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে ফ্যালে ও । জল লেগেঝাপসা প্রতিচ্ছবির গায়ে ঠোকা মেরে বলে---বি স্বাভাবিকইয়ার.....দিস ইজ চু ম াচ....প্রতিদিন স্বপ্নেওইন্টারনেট.....স্বপ্নেও সঞ্জীব ! সনজিদা কি ওর প্রেমে পড়েছে ! যদি পড়েও, কি লাভ। অন লাইন চ্য াটে কতবার ওর সাথে দেখা করতে চেয়েছেসনজিদা। কিন্তু সঞ্জীবের সেই এক কথা
----দেখা তো হচ্ছে, চাইলে প্রতি ঘন্টায়দেখা হবে।
সনজিদা অস্থির হয়ে ঘাড় ঝাঁকিয়েবলেছে---উঃ। এই দেখা হওয়া নয়। সত্যি সত্যি দেখা হওয়া।
সঞ্জীব ঠোটের কোণে মর্মাঘাতী মৃদু হাসিটাছুঁইয়ে পাল্টা জিজ্ঞেস করেছে----ইজ ইট নট রিয়েল ?
----ওফ্ ! আই ওয়ান্ট টু টাচ ইউ ম্যান।
----হোয়াট ডু ইউ ডু নাইট উইথ মি !
লজ্জায় লাল হয়ে যায় সনজিদা----তুমি কি করে জানলে !
----আনি সব জানি।
----কিন্তু ওটা তো স্বপ্ন।
----দ্যাটস্ দ্য গ্রেট রিয়েল থিম---ড্রিম। জাস্টড্রিম মি অ্যান্ডটাচ মি।
----কিন্তু----।
আর কথা বাড়ানর সাহস হয় না ওর। এ বিষয়ে কথাবাড়ালেই লাইন কেটে যায়। অভিমানে দু-এক দিন চ্যাটে বসে না সনজিদা। ঘন ঘনমেল বক্স চেক করে যদি সঞ্জীব মেল পাঠায়। হতাশ হয় বাবা-দাদার উপদেশ আরহাবিজাবী প্রেমিকদরে বোকা বোকা চিঠি, কখনো অশ্লীল চিঠি দেখে।সনজিদা প্রতিজ্ঞা করে----এই শেষ, আর মেম্বারশিপরিনিউ করবে না। যেনএই সংবাদটা জানাবার জন্যেই ও আবার ইন্টারনেটে বসে, লাইনটা না পাওয়াপর্যন্ত মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞ া করে ---ব্যাস্ এই শেষ বলেইজানালাটা, আই মিন উইন্ডোটা, বন্ধ করে দেবো। কিন্তু যখন ধীরে, খুব ধীরেসঞ্জীবের ইন্টেলিজেন্ট চোখ দুটো পর্দায় ফুটে ওঠে, ফুটে ওঠে ঠোঁটেরকোণে সেই সরল অথচ খুনি হাসিটা, জীবনের সব শরীরের প্রতিটিস্নায়ুবিন্দু আকুপাংচারের স্পর্শ করে যায়, ওর মনে হয় সত্যিই কি সঞ্জীবআমাকে স্পর্শ করে না। আর যেন এ সত্যটা অস্বীকার করতেই লাইন পাবার সাথে সাথে ও কপট রাগে ঝাঁ ঝাঁকরে ওঠে। চিৎকার করে বলে।---এই বন্ধঘরে বদ্ধ শহরটায় আমার আর ভালো লাগছে না। তুমি আমায়কোথায় বেড়াতে নিয়ে যেতে পারো না ! স্টেপ ড্য ান্সের মত পাতায় একটা কাঁচি মেরে সঞ্জীব বাও ক্ষমা চায়---এনি টাইম মাই ইন্টলিজেন্ট ডার্লিং। জাস্ট স্পিক অ াউটহোয়ার ডু ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ ফান---রাজস্থান ? সাথে সাথে দেখা যাবে ধূ ধূ বালিয়াড়িতেরাজস্থানি পোশাক পরে উটের উপর চেপে সঞ্জীব মুচকি মুচকিহাসছে। তারপর ওর সাথে এক ঘন্টায় গোটা রাজস্থান টুর। ওফ ! হোয়াট অ্যান এক্সাইটমেন্ট ! এক ঘন্টার প্যাকেজ তিনশ টাকায়।দু-ঘন্টার প্যাকেজ পাঁচশ টাকা। আর যদি সাথে বড়ো হে াটেলেরব্রেকফাস্ট - লাঞ্চ - ডিনার চাও----খাবো সঞ্জীব আর ক্লায়েন্ট শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে ও রেসিপি জ ানবে তাহলে আটশ, এর সাথেনাইট লাইফ দেখতে গেলে পুরো একপাত্তি----হাজার । অবশ্য রান্নাবান্নায়বিশেষ ন্যাক না থাকায় আর পৈতৃক সূত্রে একটু জমিজামা থাকা মফস্বলেরউচচবিত্ত অধ্যাপক ওর বাবার পয়সাঅফুরন্ত না হওয়ায় তিনশ টাকার প্যাকেজটায় বছরে মাত্র দুবার সঞ্জীবেরসাথে যায় সনজিদা। এই দুবছরে ও সঞ্জীবেরসাথে ঘুরে ফেলেছে কাশ্মীর, সিকিম, খাজুরাহো-কোনারক (একটাপ্যাকেজ) আর রাজস্থান। কি অসাধারণ গাইড সঞ্জীব। শুধু গাইড ! পৃথিবীর এমন কোনো বিষয় নেই, যা নিয়ে দশ মিনিট আলোচনা করতে পারবেনা।

একমাত্র ওর বয়ফ্রেন্ড ড়িংঙ্কু ছাড়া সঞ্জীবের কথা আর কেউ জানে না। এমনকিসুরিতাও না। সনজিদা চায় না সঞ্জীব অ

ার কারো হক। তাই ও যখন মে একলা থাকে তখন ইন্টারনেটেবসে। অধিকাংশ সময় সেটা দুপুর বেলা যখন সুরিতা খেয়ে দেয়ে ঘুমবে না বলে হয়বিউটিপার্লারে, নয় উইন্ডো শপিং করতে চলে যায়। এমনকি ক্লাসেওযায়না পাছে ভরপেটে লেকচার শুনতেশুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। চ্যাট লাইনটা আবিষ্কার করার পর সনজিদা অবশ্য ডিপার্টমেন্টাল হেডকে বলেইদিয়েছে সেকেন্ডহাফে ও যাবে না। ঐ লেকচারগুলো অন লাইনে ডাউন লোড করে নেবে। যখন ও যে লেকচার ডাউন লোড করবে ওর নামে সেই ক্লাসেরপার্সেন্টেজটা কাউন্ট হয়ে যাবে আপনাআপনি। শুধু সনজিদা নয়, ক্লাসে সময়নষ্ট না করে অধিকংশ বুদ্ধিমান ছাত্রই এটা করে। একটা বাড়তি ইনকামেরপথহিসাবে ইউনিভার্সিটিও এটাতে উৎসাহ দেয়।

কোনো কোনো দিন কি যে মতিভ্রম হয় ওর ! বিশেষ করে যেদিন শাড়ি পরে থাকে (সঞ্জীবের শাড়ি খুব পছন্দ) সুরিতা চলে যাবার পর ইন্টারনেট চালু করবে কি করবে না ভাবতে ভাবতে হঠাৎ খাট থেকে টেবিলেরদূরত্বটা হয়ে যায় হাজার হাজার মাইল। এই পথটুকু চলতে চলতে ও কখনো রোদে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভিজেলুক থু হয়ে যায়ওর শাড়ি, ঝড়ে উড়ে যায় আঁচল, বিদ্যুতের অলোয় পথচেনে, বুঝতে পারে না কেন বারে বারে কেঁপে উঠছেওরবুক---বজ্রপাতের শব্দে নাকি সঞ্জীবের সাথে দেখা হওয়ার আশঙ্কায়,কাঁটা বিঁধে পা হয় ক্ষতবিক্ষত আর সনজিদা চেয়ারের উপরঝাঁপিয়ে পড়ে মাউস হাতড়াতে থাকে। কি কারণে যে সেদিনই লাইন পেতেদেরি হয়। যখন পায় বসন্তের নাম-না-জানা অজস্র ফুলের গন্ধ বয়ে সামনে দাঁড়ায় সঞ্জীব। যেন বলতে চায়তোমার জন্য ফুল কিনতে গিয়ে দেরি হল। সেদিন সনজিদা কোন কথা বলে না। শুধুতাকিয়ে থাকে। কথা বলে না সঞ্জীবও । স্নি একের-পর -এক ফুটে ওঠে ওরবিভিন্ন মুড়ের স্টিল ফটোগ্রাফ, ব্যাকগ্রাউন্ডেএকটা হালকা মিউজিক।

আজ অবশ্য তেমন কিছু হল না। সুরিতা চলে যাবারপর এক চান্সেই লাইন পেয়ে গেল সনজিদা। আজকের কথাবার্তাও হলমামুলিগোছের। যেমন অনেক দিনের সংসার ক বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রাত্যহিক হয়ে থাকে। শেষে সঞ্জীব আক্ষেপকরে বলল,

----এতদিনের আলাপ আমাদের। তুমি আমায় দেখতে পাও কিন্তু আমি তোমায় দেখতে পাই না । একটা ক্যামেরা লাগিয়ে নাও না।

----পয়সা কি গাছে ফলে ! ঝানু গৃহিণীর মতই উত্তর দিল সনজিদা।

----সুরিতার সঙ্গে শেয়ারে ভাড়া নিয়ে নাও।

----সুরিতাটা এক নম্বরের কিপটে। দ্যাখো নাএখুনি কাঁদুনি গাইতে শু করেছে মাসে মাসে আড়াইশ টাকাটা ফালতু, আমি তো সপ্তাহে একদিন মাত্র মেড ফর ইচআদার দেখি, যে কোনো সাইবার কাফেতে দেখতে পারি---হ্যানা-ত্যানা -ঢ্যাক। আসলে আমি বেশি ব্যবহার করছিএটা সহ্য হচ্ছে না ওর। হিংসুটে কোথাকার। এরপর যদি ক্যামেরার কথা বলি ও বোধহয় অজ্ঞানই হয়ে যাবে---হি হি।

----ও তো একটু বিয়ে পাগলা গোছের আছে----ওকেভজাও ---তোকে দেখতে না পেলে ছেলেরা পছন্দ করবে কি করে !

----দেখি কি করা যায়।

----আমি তোমাকে কতগুলো দোকানের না বলেদিচ্ছি। তুমি এই দোকানগুলো থেকে কিনতেও পারো---ভাড়াও নিতেপারো---রিজনেবল্ প্রাইসে পেয়ে যাবে।

----রিজনেবল্ না ছাই। বলো কমিশন আছে।

----বুঝতেই পারছ ব্যবসা করে খেতে হয়।

----তুমি যে জায়গায় পৌঁছে গেছ এটা তোমাকেমানায় না।

----আমি নই মিস ইন্টালিজেনশিয়া, আমাদেরকোম্পানি। প্লিজ সনজিদা তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করছে।

---দেখি।

---আজ তো তোমার টিংকুর সাথে ডেট !
---হ্যাঁ।
---ওর সাথে তো একদিন পরিচয় করিয়ে দিতেপারো।
---একদম নট। হি ইজ সো জেলাস অফ ইউ নো, মৎবোল্ ইয়ার, হয়ত মনিটারের স্ক্রিটাই ভেঙে দেবে।
---ও বোধহয় তোমাকে বিয়ে করতে চায়।
---দ্যাখো না, এমন পিছনে লেগেছে। কিছুতেইবোঝাতে পারছি না বয় ফ্রেন্ডমানেই বিয়ে নয়।
---পাত্র হিসেবে কিন্তু মন্দ না।
---তো দাও না ওর জন্যে একটা পাত্রী দেখে, তাহলেআমি তো বাঁচি।
---দেখে রেখেছি তো।
---কে !
---এই যে, সামনে বসে আছে।
---তাতে তোমার লাভ !
---ও তো সেল্সে আছে। মাসে কুড়ি দিন ঘরেরবাইরে। তখন তুমি আমার সাথে গল্প করবে।
---অলওয়েজ বিজ্নেস্---বাস্টার্ড।
একটা নিটোল নরম ক্রুদ্ধ তর্জনি এস্কেপ্ বাট্নচেপে ধরে।

দুই.

টিংকুর সাথে যে বার-কাম-রেস্তরাঁটায়সনজিদা সাধারণত অ্যাপো মারে সেটা খুব অভিজাত পাড়ায় না হলেওঅ্যাম্বিয়েন্সটা অসাধারন আর প্রাইসটা রিজনেবল্ হওয়ায় ওদের দুজনেরইএটা পছন্দ। এর সাথে উপরি পাওনা একটা পুরনো ব্যান্ড যারা অসাধারণ কান্ট্রিবাজায়। সনজিদা আর টিংকু দুজনেরই প্রিয় এই ব্যান্ড। ওদের দুজনের মধ্যেএকটা অঘোষিত ব্যবস্থা হয়ে গেছে--- মাসে চারদিনের মধেও একটা দিন সনজিদা বিল পে করবে। প্রাইসঠিকঠাক হওয়ায় এটাও ওর একটা বাড়তি সুবিধা। কালকের ঐ হ্যান্ডুটাকেএড়াবার জন্যে ও আজ তাড়াতাড়িই চলে এসেছে। এতে অবশ্য কোন অসুবিধা নেই।প্রধানত টিংকু মিশুকে স্বভাবের জন্যেই এদের ওয়েটার ম্যানেজার সবাইবেশ পরিচিত হয়ে গেছে। যেদিন বিল খুব বেশি হয়ে যায় আধবয়স্ক ম্যানেজার এসেবলে---টিংকুভাই ! মিটার চেপে । কোন কোন ওয়েটারআবার রসিকতা করে---তোমাদের বিয়েতে যেন বাদ না পড়ি। এসব কথা শুনেসনজিদা রাগ করে না, আবার বিশেষ প্রশ্রয়ও দেয় না। যেন খানিকটা কণাইকরে---- এরা তো আর নারীবাদের এই বই পড়েনি, মেয়ে - পুষের বন্ধুত্বনিয়ে এরা ঐ একরকম ভাবেই ভাবতে পারে। হে ভার্জিনিয়া উল্ফ, তুমিক্ষমা করো। এরা তোমার আদি নারীবেদ ম অফ ওয়ান্স ওন পড়েইনি।টিংকু অবশ্য এনজয় করে ওদের কথা।আজকাল ফ্রাস্টেশন্ থেকে মাঝে মাঝে ইরিটেটিং হয়ে উঠলেও ও বেশসভ্য, সুইট, এনটারটেইনিং। কিন্তু সঙ্গীবের পাশে নেহাত জোলো।

একটা অরেঞ্জ জুস নিয়ে সনজিদা বসেছিল ব্যান্ডটারমুখোমুখি। সন্ধে এখনও জমেনি। রেস্তরাঁটা ফাঁকাই। একটা ওয়েটারগায়ে পড়ে গল্প করতে এলে সনজিদা ভদ্রস্থ শীতলতায় এড়াল। আসলে এখনওর একা থাকতেই ভাল লাগছে। ব্যান্ডটা এখন পুরোপুরি সেজে ওঠেনি। খালিমেটালিক ফ্লুট বাজায় যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মধ্য বয়স্কটি, তিনি বাঁশিটা হাতেধরে একটা চেয়ারের ওপর বসেছিলেন। আনমনে বসে থাকতে থাকতেঅনেকক্ষণ পর সনজিদা খেয়াল করলবাঁশিওয়ালাটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবলে হয়ত হঠাৎই চোখে চোখপড়ে গেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ও সিওর হল----না। লোকটা সত্যিইচোখের পলক না ফেলে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। এই বয়সেও লোকটারদৃষ্টিতে বেশ একটা স্নিগ্ধ রোমান্টিকতা টলটলে। ওর বাঁশির সুরেরমতই, অতীতচারী, মায়াময়। ব্যাপারটা বেশরোমাঞ্চকর ঠেকলো সনজিদার কাছে। বেশ অন্যরকম। কাঁধ দুটোর কৌশলীসঙ্কোচনে বুকের বিন্যাস আরও স্পষ্ট করে মাঝে মাঝে লুক দিতে লাগললোকটার দিকে আর অপেক্ষা করল কখন লোকটা ওর সাথে যেচেআলাপকরতে আসবেন। ও তখন পট করে ভদ্রলোককে একটা

ড্রিঙ্ক অফার করেবলবে---প্লিজ, আপনি শুধু আমার জন্যেএকটা সুর বাজান। ঠিক এই সময় প্রবেশকরবে টিংকু আর এটা দেখে নিশ্চয় তাক লেগে যাবে, হিংসাই হবে ওর। কালসঞ্জীবকেও ফলাও করে বলতে পারবে গল্পটা। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও লোকটার মধ্যে কোনভাবান্তর দেখা গেল না। লোকটা যেন একটা চোখ রেখে তাকিয়ে আছে অন্যদিকে। হয়ত অতীতের দিকে। বাভাবছে কোন সুরের কথা। পুরনো দিনের লোকগুলো ভাল, বাট ভেরিরোরিং ইয়ার ! উঃ ! টিংকুটা এত দেরি করছে কেন ! এবার তো এলেই পারে।

জুসটা শেষ হবার আগেই টিংকু ঢুকল। মুখটা বেশথমথমে । চেয়ার বসার আগেই রয়েল স্ট্যাগের লার্জ পেগের অর্ডার দিলএকটা। এ - সব আচরণ সনজিদার চেনা। আজ ও ঝগড়া করার মুডেই এসেছে। কারণটাও আন্দাজ করতে পারছে।অনেক্ষখুণ গুম মেরে থাকল টিংকু, আর সনজিদা ওর দিকে তাকিয়েমুচকি হাসল। ও জানত এই হাসিটায় টিংকু মনে মনে আরও রেগে যাচ্ছে। সোস্যুইট না ! অবশেষে, যা হয়, ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে টিংকু মুখ খুলল।
----পড়বে কোনদিন বিপদে তখন বুঝবে মজা। তখন এইশর্মা বাঁচাতে যাবে না।
---তোমায় ডাকবে কে !
ঠিক আছে, ঠিক আছে। তখন দেখা যাবে তোমারক্ষ্যামতা কত। তখন তোমার ঐনারীবাদীরা দূরে দাঁড়িয়ে ঘটনাটার নারীবাদী ব্যাখ্যা করবে কিন্তু কেউ বাঁচাতে যাবে না।
---শুধু বাঁচাতে যাবেন আমাদের টিংকু দি ব্ল্যাকক্যাট্।
---আমাকে না ডাকলে কেন মরতে যাব।
---ও ! ডাকলেই বুঝি মরতে যাও ! আহা বেচারা কি বাধ্য। ঠিক বিয়ের আগের প্রেমিকদের মত।
---ইয়ার্কি মেরো না তো। পড়বে যেদিন সেরকমছেলের পাল্লায়, মাতাল হয়ে গাড়িতে চাপলে কোথায় নিয়ে যেতে কোথায়নিয়ে ফেলবে বুঝবে।
---আমাদের কি বুদ্ধি নেই নাকি ! সেরকম ছেলের পাল্লায় পড়ব কেন !
---আহ ! বুদ্ধিটা যদি একটু অন্যদিকে কাজে লাগাতে ! সব ঐ সঞ্জীব ছোকরার জন্যে হচ্ছে।
---ও আবার কি করল।
---ও ছাড়া কে শেখাচ্ছে এসব ! ওর হাসিতে পয়সা, তাকানোতে পয়সা,কথা বলায় পয়সা। আর তোমরাও ভেবে ফেলছ একট ছেলের সাথে কিছুক্ষণগল্প করলে, একটু হাসলে, একটু ডিস্কো নাচলে ছেলেটার পয়সারভরপেট নেশা করা যায়।
---টিংকু ! ডোন্ট ত্রস ইওর লিমিট।
জোরে ড্রাম বিটিং আরম্ভ হয়। সনজিদা গুম মেরেযায়। জুসের শেষ চুমুকটা না দিয়ে গ্লাসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে।বাঁশিওয়ালাা ধরে জন ডেনববের গান। একটু পরে টিংকু সনজিদার হাতে আলতো চাপ দিয়ে বলে,
----আই অ্যাম সরি মিতু।
সনজিদা হাত হরিয়ে নেয়।
---সো সরি বাবা।
এবার চোখের দু-কোণে জমতে থাকা দ্বিধাগস্তজলটালবাহানা ছেড়ে সনজিদার দু-গাল বেয়ে ঝরে পড়ে। ও মৃদু কাঁপা স্বরে বলে,
---আমি কিন্তু সঞ্জীবকে বলিনি আমার ডাক নাম মিতু ।
----আই নো আই নো দ্যাট। টিংকু সনজিদার গালেহাত ঠেকায়।
---সত্যি বিশ্বাস কর, কালকের ঘটনাটায় আমারওখুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু সুরিতাটা এমন এডামেন্ট হয়ে গেল, ওকে ছেড়ে---
----জাস্ট লিভ হার। ওটা একটা ব্লাডিবোলাপসুয়াস বিচ। ওর সাথে কোন ভাবেই তোমার বন্ধুত্ব হতে পারে না।তোমার ঐ সঞ্জীব এপিসোডটাও এবার শেষ হওয়া দরকার। আমি আজ একটা ছেলেকে আসতে বলেছি । ছেলেটাসঞ্জ

ীবকেচেনে। তুমি তো একবার রক্তমাংসের সঞ্জীবকে দেখতে চাও এই তো ! ওতোমায় হেল্প করতে পারবে।
কান্না জড়ান কণ্ঠেই সনজিদা বলে----থ্যাঙ্কইউ।
---মেনসন নট প্লিজ ইন্টালিজেনসিয়া।
---আঃ ! তুমি কেন সঞ্জীবের মত করে কথা বলছ !
---তুমি তো ওর কথা পছন্দ কর।
---আমি তোমার কথাও পছন্দ করি। কি করব বল,আমি যে দুজনকেই ভালবাসি। আবার একটা নতুন সুব শু হয়। অ াস্তেআস্তে ধাতস্থ হয় সনজিদা।
---তোমার জন্যে একটা পেগ বলি !
---না, আজ নো হার্ডড্রিঙ্কস।
---দিস ইজ ভেরি গুড ডিনিসিন মিস সফ্ট ড্রিঙ্ককনসেনট্রেটেড।
সনজিদার বেঁটেখাটো নরম মোমের মত গড়নটাকেএভাবেই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে টিংকু এবং ওর গর্ব ওটা সঞ্জীবের যেকোন প্রফেশনাল রসিকতার চেয়ে অনেক ভাল। লোকে বলে অ্যাপ্রোপিয়েট,ফলে সনজিদা রেগে যায়। তবু টিংকু ম াঝে মাঝে ডাকে---আমার তো সঞ্জীবেরমত ব্যবসা বাড়ানর দায় নোই তাই তোমাকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়েতোল্লা দিতে পারব না গো। আজ অবশ্য সনজিদা রাগ করে না। ও আবার খেয়ালকরে বাঁশিওয়ালা ভদ্রলোক ওর দিকে তাকিয়ে আছে !
----এই টিংকাই, দ্যাখো। ওই লোকটা- না আজ প্রথম থেকে আমার দিকেতাকিয়ে আছে।
---কে ?
---আরে বাঁশি বাজাচ্ছে ওই লোকটা।
---গ্রেট পিটার দা ! ইমপসেব্‌ল্‌।
---আমি বলছি তাকিয়ে আছে। যখন ব্যান্ডশু হয়নি, তুমিছিলে না, তখন একেবারে সরাসরি তাকিয়ে ছিল।
---অসম্ভবরে বাবা।
---কেন অসম্ভব বলছ ?
---আমি পিটারদাকে চিনি। তোমাকে আজপরিচয় করিয় দেব।
---আমার বয়ে গেছে পরিচিত হতে।
---বেশ ! পরিচিত না হও, চিনে তো নিতে পারো।
একটা গান শেষের মুখে আসতে টিংকু উঠেব্যান্ডটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। গানটা শেষ হতে হঠাৎ টিংকু পিটারদারহাত থেকে বাঁশিটা কেড়ে নিয়েমাটিতে ফেলে দেয় আর পিটারদা ওফ ! বাস্টার্ড ! হুইজ দ্যাট ? বলে চিৎকার করে মেঝেতে বসে পড়ে বাঁশিটাহাতড়ায় টিংকুই বাঁশিটা মেঝে থেকে তুলে ওর হাতে দিয়ে বলে,
---মি টিংকু পিটার দা !
---ওফ ! বয় ! ইট্‌স ওকে।
পিটারের সাথে টিংকুর কথোপকথন সনজিদা শুনতেনা পেলেও এটা বোঝে বাঁশিওয়ালা অন্ধ।
টিংকু বিজয়ীর গর্বে টেবিলে ফিরে আসে। পরাজয়স্বীকারের অসুবিধাটা মাথায় রেখেই সনজিদা আপার হ্যান্ড নেয়।
---মুখে বললেই বিশ্বাস করতাম। লোকটাকেকষ্ট দেওয়ার কোন মানে নেই।
---তোমরা শুনে শেখো না, দেখেও শেখো না, ঠেকেকতটা শেখো সেটাতেও সন্দেহ আছে।তোমরা শেখো শুধু অন্যকে কষ্ট দিয়ে।
---আমরা বলতে !
---তোমাদের জেনারেশন্‌ নাও !
---ঠিক বুঝতে পারি না।
---অলওয়েজ বাড়াবাড়ি।

---অ্যান্ডইউ নিড ইট।
বলেই টেবিলের তলায় ও জুতোশুদ্ধ পা চেপে ধরলসনজিদার বুড়ো আঙুলে। সনজিদা যন্ত্রণায়চিৎকার করে উঠল। শত জোড়া চোখ ঘুরল সনজিদার দিকে । থেমে গেল ব্যান্ড। টিংকু শীতল কণ্ঠেবলল,
----এবার সকলে তোমার দিকে তাকাচ্ছে, দ্যাখো , এমনকি পিটারদাও।
----হোয়াই ডিড ইউ ডু দিস বয় !
---ফর মি পিটারদা।
---দেয়ার দ্য প্রবলেম লাইজ।

তিন.
কোলকাতাটা সনজিদা এখন ও খুব ভাল করে চেনে না।টিংকুর পরিচিত ছেলেটি দক্ষিণ কোলকাতার য়ে অঞ্চলটায় ওকে নিয়ে এল এটা তো ওর একেবারেইঅপরিচিত। অবশ্য ছেলেটিকে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য লাগায়, তার থেকেও বড়কথা ওর ওপর টিংকুর একটা কমান্ড আছে বলে মনে হওয়ায় ও ভয় পেল না। য়েগলিটায় এরা ঢুকতে চলেছে তার শুতেই একটা মিশনারি স্কুল আর সুন্দররক্ষণাবেক্ষণে থাকা বেশ পুরনো আমলের কিছু বাড়ি। একটুএগোতেই গলির দুধারে সার দিয়ে শু হল বাজার। গলিটা হয়ে গেল স, অন্ধকার,দুর্গন্ধময়। তরকারি বাজারের দরের বিচিত্র হাঁক আর রিকসা ও ঠেলার মিলিত কোরাসে সনজিদার মনে হলএখানে কি সময় এগোয়নি ! এরকম একটা জায়গায় এরা অফিস করল কেন ! ডানদিকে আরও স একটা গলিতে ঢুকতেই মাছেরগন্ধে বমি পাবার জোগাড়। এবার দরের সম্মিলিত আওয়াজের সাথে যুক্ত হলফেলে দেওয়া কানকো-পেট-পটকা নিয়ে কুকুরদের টানাটানি আরচিৎকার। এরই মধ্যে, সাতসকালেই এক মাতাল দুর্গন্ধের মধ্যে আরও দুর্গন্ধছড়িয়ে বমি করছে। সনজিদার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এলো---উঃ ! মাগো ! আস্তে আস্তে বাজারের শব্দটা মিলিয়ে গেলে গলিটা হয়ে উঠল আরও সরু, আরও অন্ধকার।আওয়াজটা কমতে কমতে অস্বাভাবিক নীরবতায় বদলে গেল যখন, সনজিদা ভয়ে ভয়েদুদিকে তাকাতেই বুকের ভিতরটা ধক্ করে উঠল। হাড় বের করা,পলেস্তরা খসা খিন্ন খাজুরাহের গায়ে সেঁটে রয়েছে ওই উগ্র সাজেরগ্ন মোহিনী মূর্তিগুলো কাদের ? একজন গুড় খু দিয়ে দাঁত মাজছে, একজন হাঁটুর উপরে শাড়ি তুলে দিয়েতেল মাখছে। ওই দিকে ওই মেয়েটি এমন আলস্যে নিজেকে দেওয়ালের ভরে ছেড়েদিয়েছে যে ওর বুক ও পেটেরপ্রায় পুরোটাই অনাবৃত। সনজিদা ছেলেটির দিকে তাকাতে ছেলেটাএমনভাবে বাও করল যেন সঞ্জীবকে পেতে হলে এ এক অনিবার্য অভিসার।

---এটা কি সোনাগাছি !
---না। কানাগলিতে এমন ছোটখাট দু-চারটে পাট্টিসারা কলকাতাতেই ছড়িয়ে আছে।
ডিসেন্ট্রালাইজেশন !! মনে মনে ভাবে সনজিদা। কানাগলিটা শেষ হয় নিচের দিকটা জংধরা টিনের পাতেমোড়া এক রংচটা দরজার সামনে। ছেলেটা দরজা দেখিয়ে দেয়।
---কি ওটা !
--ওটাই অফিস।
---ওটা !!
---হ্যাঁ !
---আপনি যাবেন না !
---না। ওদের সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ।
---কেন !
---প্রথমদিকে আমি ওদের পাট্নার হববলেছিলাম, কিন্তু এটাতে লাভ হবেনা ভেবে শেষ মুহূর্তে ছেড়ে দি।
এবার সনজিদা ভয় পায়। ও বিশ্বাস করতে পারে নাওই বাথমের মত দরজাটা খুলে একটা ওয়েবসাইডের অফিসে ঢুকতে হবে।আবার যদি সত্যি হয় তবে তো সঞ্জীবের এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হবে। আশাা ওঅশঙ্কার দোটানায় ও মনে

টস করে নেয় এবং চোখে হেড ভেসে ওঠায় দরজা ঠেলে ভেতরে ঢোকার মনস্থিরকরে।

ভিতরে ঢুকতেই অন্য দৃশ্য। যেন স্বর্গ আর নরকের মধ্যে তফাত। যেন বাইরেটাপৃথিবী আর ভিতরটা এক নীল মহাকাশ যেখানে কোন কিছুর ওজন নেই কিন্তুঅস্তিত্ব আছে। নীলাভ আলোয়,মেঝের গাঢ় কার্পেট আর দেওয়ালে গোটা ঘরটা এই কম শীতেওএয়ারকন্ডিশনের মৃদু আভায় মোড়া। বাইরের দুর্গন্ধ থেকে বাঁচতে এমনএকটা ম ফ্রেশনার ব্যবহার করা হয়েছে ফ্রেশনার-পাগল সানজিদার কাছে ও যেটাইউনিক্। ও আশ্বস্তহয় এটা কোনোসমাজবিরোধীর ঠেক হতে পারে ন া।দেওয়াল জুড়ে সারি সারি মনিটর। দরজার সামনা সামনি একটা বিশাল ফ্ল্যাটস্ক্রি। টিভি। আর মাঝ বরাবর গলি কল্পনা করে নিলে দুধারে সারি সারিব্যাকে আগুনতি সিডি ভরা। মনিটরে বিভিন্ন মুডে সঞ্জীব বিভিন্ন জনের সাথেকথা বলছে। আর প্রতিটি মনিটরের নিচে ডেস্ক ঘাড় গুঁজে একটাকরে ছেলে। প্রত্যেকেই সঞ্জীবের মত দেখতে। সনজিদা হাত নেড়ে বলে---হাইসঞ্জীব! কেউ কোন উত্তর দেয় না, ওর দিকে ফিরেওতাকায় না। এবার অধৈর্য, অভিমানী সনজিদা জে ারে ডাকে। গলার স্বরে দেওয়ালেরসাথে ঝুলে থাকা ছোট ছোট ডেস্কে যারা কাজ করছিল তারা ঘাড় ঘুরিয়েওকে দেখ ার পরও সনজিদার বিশ্বাস হয় না ওগুলো আলাদা মানুষ, সঞ্জীবের ছায়াপুতুল নয়। সামনের বড়ো ফ্ল্যাট স্ক্রিটার ধীরে আলো ফুটতে ওর আশাহয় এবার নিশ্চয় সঞ্জীব একটা সারপ্রাইজ দিতে চলেছে। কিন্তু এবারও ওকে হতাশ করে স্ক্রিনে একে একে ফুটে ওঠে একটা মনিটরের উল্টো দিক,তার ওপাশে একটা অচেনা যন্ত্র, সব শেষে একটা কৃশ মুখ। সুন্দর করে দাড়িকামান টানাটান গাল ফর্সা না হলুদ বোঝা যায় না। ঘুমহীন চোখ কোটরাগত, চোখের নিচে কালি। তিরিশ-পঁয়ত্রিশবছরের মুখেযৌবন যেন থাকতে ভুলে গেছে। এই মুখ দেখলে মায়া হয়, এই মুখ দেখলে ভয় হয়। নিচের ঠোঁটে এলিয়েথাকা একটা চাপা প্রত্যয়ে ছেলেটি যথেষ্ট অহংকারী, মৃত্যুর সময়যা হয়ত ওর একমাত্র সম্বল হতে পারে। তবুও মনে হয় সনজিদার, এক সময় ছেলেটিহয়ত সঞ্জীবের থেকেও দেখতে সুন্দর ছিল। ছেলেটা মনিটর থেকে চোখ না সরিয়েইওকে ইঙ্গিতে সামনের চেয়ারটায় বসতে বলে। য়েন হসপিটালের বেডেমৃত্যুশয্যায় গ্ন আত্মীয় এমনভাবেহেসে বলে।

---রাস্তা চিনে আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো!

---একটু হয়েছে, তবে ও কিছু না।

---জানি। আসলে সঞ্জীবকে পাবার জন্যে এর থেকেও অনেকবেশি কষ্ট অনেকে করছে তাই না।ভালোবাসা এইটুকু দা বি করতেই পারে। আচ্ছা! সঞ্জীবের আর কি আপনি দেখতে চান। নগ্নশরীর । কঙ্কাল!

---আমি মানুষটাকে দেখতে চাই।

---গোটা মানুষটাকে দেখতে চাই।

---গোটা মানুষটাকে তো আমরা দেখিয়েছি। এরবাইরে কিছু দেখাতে গেলে মানে বুঝতেই পারছেন---ইন্ডিয়ান সেন্সার বোর্ডএখনও ততো উদার নয়। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে ওঠে ছেলেটি।

---আই ডিড্ন্ট মিন দ্যাট। আই ওয়ান্ট টু টাচহিম।

কথা বলতে বলতেই সনজিদার মনে হয় মনিটরে ছেলেটিওর গলা আর বুকের অনাবৃত সন্ধির দকে তাকিয়ে আছে। দৃষ্টিটাক্ষুধার্ত অথচ ভিখিরির মত মিনতি মাখা। এই দৃষ্টিকে ঘৃণা করাযায় না। কণা করে যা দেওয়া যায় তাঅতি সাম ান্য, ভিখিরির উপযুক্ত যেটুকু।

---আপনাদের এসিটা এত কম করে রেখেছেন । বিলবাঁচাচ্ছেন নাকি! ---বলে প্রথমে সনজিদা হেয়ার ব্যান্ডটাখোলে, ত ারপর জিনসের জ্যাকেটের নেটা আরও একটু নামিয়ে দেয়। খোলাচুলআর উত্তেজক টপে সনজিদা দপ করে জ্বলে ওঠে। ছেলেটি মনিটরের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। তাপরর হঠাৎ যেনপ্রচন্ড তাড়ার বা তাড়নার মুখে, কথা দেয় কাল ওর সাথে একটি বিশেষ ডিস্কো ঠেকে দেখা করলে ওসঞ্জীবের সাথে আলাপ করিয়ে দেবে।

----তন্ত্রাতে গেলে হয় না।?

---না, আমি কোন কমন প্লেসে যাই না।
---কেন ?
---মনে হয় লোকে আমাকে চিনে ফেলবে। হয়তমার্ডার করে দেবে। জানি ওটা আমার রোগ, কিন্তু আমার মনে হয়, ক াল আমায়চিনতে পারবেন তো !
----না চিনতে পাবার কারণ !
---না, ইমেজটা তো এখন দশগুণ বড়ো।
----আশা, করি কাল স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেইচিনব।
----স্বাভাবিক বলতে ? মানুষ যেমন হয় অথবা মানুষের যেমন হওয়া উচিত, কোন্‌টাকে আপনি স্বাভাবিক মনেকরবেন ।
----জানি না। কালকের কোন কিছুই আমি আজ ঠিককরে রাখি না।
----এক্স্যাক্টলি। সিচুয়েশন ইজ লাইফ এটা বিশ্বাসকরলে কোন কিছুই অসম্ভব মনে হয় না।।
এমন কি মৃত্যুও না। নো রিপেন্টেন্স, নোরিপেন্টেন্স---অস্থির ভাবে ফিস ফিস করে ও।
-----ঠিকই। বাট লাইফ সো গ্লোরিয়াস যেতারপরেও বেঁচে থাকাটা থেকে যায়, লাইফ আ গ্র্যাস্ ভ্যালি, গ্রিন্ বাট্‌নট্ সো ডিপ্ টেড্।
---আই অ্যাম রিয়েলি জেলাস্ অফ সঞ্জীব, হি হ্যাজ এগার্ল ফ্রেন্ড লাইক ইউ। বাট হোয়াট্ এ ট্র্যাজিক ফরচুন, হি কান্ট টাচইউ, নট্ ইভেন সি ইউ। তারপর অত্যন্ত কমান্ডিং সুরে বলে ---আমিকিন্তু আপনার বয়ফ্রেন্ডকে চিনি। সে যেন না থ াকে।

চার
যে প্রশ্নটা সনজিদাকে সারারাত ভাবিয়েছিল, ডিস্কো ঠেকের একটা আধো-অন্ধকার কোণায় মুখোমুখি বসে ছেলেটির মুখে ঠিক সেই প্রশ্নটাইশুনে ও বিস্মিত হল, অস্বস্তহল। যাক! এই চিন্তাটার দায় আর ওকে নিতে হবে না। হুইস্কির পেগে বরফ ঢালতে ঢালতে ছেলেটাজিজ্ঞেসা করল,
----আপনাকে কেন আমি এতটা প্রশ্রয় দিচ্ছিবলুন তো !
----কেন !
----সঞ্জীব আমাদের বিজনেস সিক্রেট। আমি কেনআপনাকে ওর সাথে দেখা করিয়ে দেবো ?
----তা তো জানি না। তবে আমি চাই ওর সাথে দেখাকরতে।
----আপনি দেখা করতে চাইছেন বলে আমাকেও দেখাকরিয়ে দিতে হবে আমি জানতে চাই এই অনিবার্যতার জন্ম কে াথায় ?
---হয়ত একই জায়গায়, নইলে, সঞ্জীবের সাথে দেখাকরটাও এত অনিবার্য হবে কেন আমার জীবনে !
----আপনি কি ওকে ভালোবাসবেন !
----দুদিন আগে আমি এই প্রশ্নের উত্তরজানতাম। এখন বলতে পারব না।
----তাহলে দেখা করতে চাইছেন কেন !
---ব্যাস ! চাই বলে।
----ইউ আর টু ইন্টালিজেন্ট।
সনজিদা মদ নেয়নি, আর ছেলেটাও খুব ধীরে ধীরে সিপমারছিল, যেন দুজনে আজ মাতাল নাহরার প্রতিযোগিতায় মেতেছে। ইতিমধ্যেমিউজিক শু হতে ডিস্কো ফ্লোর আস্তেআস্তে ভর্তি হতে শু করল।সনজিদা প্রস্তাব দিল চলুন, নাচি।
---- আমি তো নাচতে জানি না।
----নাচের কিছু না। তালে চালে শরীর নাচান।
----আমি স্টেপিং জানি কিন্তু নাচতে জানি না।
----মানে !

----আমি নাচতে গেলে হাঁপিয়ে যাই।
ইতিমধ্যে ডিস্কো ঠেকের সাধারণ রীতি অনুসারেএকটা ছেলে নাচবার জন্যে সনজিদার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সনজিদাও হাতবাড়াতে এই ছেলেটি ওর হাত চেপে ধরে এমন পরিমিত হিংস্রতায় বলে---আমারসাথে গল্প করতে কি ভ াল লাগছে না।সেই ছেলেটি অবাক হয়ে শরীরে একটা অসহায়তার মুদ্রা করে চলে যেতে সনজিদা বলে ---সঞ্জীব কোথায় ?

----যদি ওর সাথে দেখা করতে না দি !
----তাহলে আমি থাকব না।
----যদি যেতে না দি !
----আপনার কি সে ক্ষমতা আছে !
----তুমি জানো না আমার ক্ষমতা কতখানি।
----আসলে আপনি ভীতু, সঞ্জীবের সাথে আলাপকরিয়ে দিতে ভয় পাচ্ছেন।
----তোমার সাহস আছে সঞ্জীবের মুখোমুখি হওয়ার ?
----না থাকলে এতদূর এগোলাম কেন !
----আর কতদূর এগোতে পাববে তুমি ?
----যতদূর যেতে হবে। আসলে আমি বিষয়টা শেষকরদে চাই।
---তা হলে তোমাকে আমার ফ্ল্যাটে যেতে হবে।

সনজিদা সরাসরি কোন উত্তর না দিলেও ভাবে, এটাতো জানাই ছিল, আর এর জন্য সে মনে মনে প্রস্তুত।
গাড়িতে ওরা কেউ কারো সাথে একটা ও কথা বললনা। আনোয়ার শা রোডের মধ্যে একটা গলিরভিতরে ছেলেটার ফ্ল্যাট চারতলায়। ওর ফ্ল্যাটে ঢোকার দরজাটা বাথমের দরজার মত না হলেও সিস্টেমটা যেন এক, বাইরেটা পৃথিবী, ভিতরটা মহাকাশ। এমনকি মেঝের রঙ, ম ফ্রেশানারের গন্ধসব এক। দেওয়ালেতিনটে মনিটর, মাঝেরটা অফিসের মত অত বড় না হলেও বেশ বড়। এর সাথে আছে বেশ দামী ঘরোয়াআসবাব, একদিকে একটা কাচের আলমারিতে সার স ার সাজান একটু করে খেয়েরাখা বিভিন্ন ব্রান্ডের মদের সাইজের বোতল। আর মাঝে মেঝে জুড়ে মানানসই আবার বেমানান একটা বেঢপ বিলিয়াডবোর্ড।
আজ লেদার জ্যাকেটের তলায় যে টপটা পরেছেসনজিদা সেটাকে ব্রা-এর বৃহৎ স্কংক্ষরণ বলা যায়। ঘরে ঢুকে জ্য াকেটেরচেনটা একটু নামিয়ে একটা চেয়ারে বসতে বসতে সনজিদা বলল---একই গন্ধনা !
----এই গন্ধটা ছাড়া আমার ঘুম হয় না।
----আপনি কি বিলিয়ার্ট খেলেন !
---না।
---তাহলে।
----যারা মধুবনী পেন্টিং ঘরে সাজিয়ে তারা কিসবাই ছবি আঁকে । আর ওই যে বেতের যে চেয়ারটায় তুমি বলেছ, এট াতেকিভাবে বসতে হয় তাও আমি জানি না।
----এটাতে বসেননি কোনদিন !
---না।
কেন !
ছেলেটা কোন উত্তর দিয়ে না দিয়ে বলে, আমার বেডমে একটা বাঁশের ফ্রেমেরঅসাধারণ আয়না আছে, ওটাতে আ মিকোনদিন মুখ দেখিনি। ওই যে, মদের বোতলগুলো দেখছ। একটু একটু করেখাওয় ! আমিএক পেগের হাফ খাওয়ার পরই হয় ঘুমিয়ে পড়ি অথবা আবার কাজে বসে যাই।তুমি হয়ত প্র করবে তাহলে পরের দিন আবার একটা কিনি কেন !

আমায় ভোগ করতে হবে তাই আমি কিনি।এত রোজগার করে আমার ভোগ করা উচিত, তাই আমি কিনি।
----ব্যাপারটা সহজ করে বল না, আমার সময় নেই !
----ব্যাপারটা যদি সত্যিই অত সহজ হত তাহলে সহজকরেই বলতাম। পৃথিবীর ব্যস্ততম প্রেসিডেন্টেরও একটা এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ারের সময় থাকে, আর আমার মত একজন সামান্য লোকেরতিনটে পেগ গেলার সময় থাকবে না।
----তাহলে খাও না কেন !
----একটু খুঁটে খেয়ে খাবারটাকে সামনে ফেলে রাখলে নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভোগীমনে হয়। হয় না ?
----বিয়ে করেছ !
---না।
কেন ?
ছেলেটা কিছুক্ষণ গুম মেরে থাকে।
---আমি তোমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতেবাধ্য নই।
---আই অ্যাম সরি।
----তবু আমি তোমাকে এই প্রশ্নেরউত্তর দেব। একচুয়েলি আই ডোন্ট নো হাউ টু টাচ ওয়ান।
না না, ওইসব মন - টন এসব ভাবে টাচ করা নয় ।আমার এই দুহাতের আঙ্গুল দিয়ে কোন সুন্দরীর নরম আঙুল কিভাবে স্পর্শ করবসেটাই জানি না। জানি না কি করে এই দু-হাত দিয়ে তাকে আমার বুকের মধ্যেটেনে নেব। কি ভাবে ঠোঁটের স্পর্শে আদরে আদরে ভরিয়ে দেব। তুমি সঞ্জীবকেটাচ করতে চাও, আর আমি টাচকরতে চাই তোমাকে। তুমি আমায় শিখিয়ে দেবে ?
লেদার জ্যাকেটটা বিলিয়ার্ড বোর্ডের ওপর খুলেরাখতে রাখতে সনজিদা বলে,
---ওকে, দ্যাটস নট এ প্রবলেম । কিন্তু আমায়বলতে হবে সঞ্জীব কোথায় ?
---তুমি কি সঞ্জীবকে টাচ করতে চাও না কিব্যাপারটা এখানেই শেষ করতে চাও ?
---শেষ তো করতেই চাই।
----যদি আজই বিষয়টা শেষ করে দি তুমি কিআমায় শিখিয়ে দেবে ?
----আজই।
---আর্মি তোমার নাম জানি না।
----ওটার জন্যে নাম জানার দরকার হত যে যুগেসেটা আমরা পেরিয়ে এসেছি।
----না স্যার, এখানেই আপনার সঙ্গে সঞ্জিবের তফাত।সঞ্জীব কিন্তু জানত একসময় অনেক স্বামীই স্ত্রীদের নাম জানত না। তবুও ওরটা হত,ফুলশয্যার রাত থেকেই হত।
---আঃ । বাদ দাও ওর কথা, আমি আজই চাই।
---ভেবে দেখব।
---বল দেবে !
---বেশ।
---প্রমিস !
---প্রমিস।
----দেন লুক।

ও একটা বাটন দাবে, মনিটরে আস্তেআস্তে ভেসে ওঠে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন সজীবের মাথা। সনজিদা আঁতকেওঠে----উঃ ! মাগো ! আবারএকটা বোতামের শব্দ হতে একটা্া হাত এইভাবে অস্তেআস্তে সঞ্জীবের সমস্ত ছিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভেসে উটতে থাকল মনিটরে। একসময়সনজিদা মুখ ঢেকে ফেলে চিৎকার করে উঠল---- কোথায় সঞ্জীব ? ---- এটাইসঞ্জীর। এর বাইরে সঞ্জীব বলে কেউ নেই।

----কোনদিন কি ছিল না ?
---ছিল ।এখন নেই।
----তোমরা ওকে খুন করেছ !
----খুন কেন বলছ, এটাই ওয়ার্ক মেথড।
---ইউ আর এ কিলার।

----সবটা শুনে মন্তব্য কর। যে চার বন্ধু আমরাব্যবসাটা শু করেছিলাম তার মধ্যে সবচেয়ে মিডিওকার ছিল সঞ্জীব। আমরা বাকি তিনজন ছিলাম কম্পিউটারইঞ্জিনিয়ার। তাদের মধ্যে আমি আর একজন বন্ধু ছিলাম সফ্টওয়ার ইঞ্জিনিয়ার।যে টাকা ও ইনভেস্ট করেছিল তাও আমাদের চেয়ে কম। তবু আমরা ওকে নিয়ে ছিলাম দিনের বন্ধু বলে।প্রথমদিকে আমরা চারজনেই চ্যাট শো-এ বসতাম। যেহেতু ও আর কিছুকরত না, তাই জি. কে মুখস্থ করে, বেশ কয়েকটা ভাষা শিখে, অভিনয়শিখে, ক্যারিসমা তৈরি করে ও ব্যাটা বেশ ক্লিক করে গেল। সবাই দেখি ওকেচায়। আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম এ ব্যাপারটা নিয়ে আমাদের আর ভাবতে হবেনা বলে। ওর জনপ্রিয়তার সাথে তাল রেখে বাড়তে লাগল আমাদের বিজনেস। আর আমরাও ওকে ঘিরে নতুন নতুনপ্যাকেজ বানানয় মেতেক রইলাম। কাজের খেয়ালে বুঝিনি তলায় তলায় সঞ্জীবকি ফন্দি আঁটছে। যত জনপ্রিয়তা বাড়ল তত ও আমাদের সাথে দুর্ব্যবহারকরতে শু করল। যেন আমরা ওর চাকর। কিন্তু পাছে ও বেঁকে বসে তাই সে সবআমরা মেতে নিতাম।আমরা যতই টেকনিক্যাল সাইডটা দেখি, ওকে ছাড়া তোআর উপায় নেই। শেষে একদিন ও খাপ খুলল, রেরিয়েগেল ওর আসল রূপ। বলল,কোম্পানির লাভের ৬০ % ওকে দিতে হবে, নাহলে ওক্যামেরার সমনে দাঁড়াবে
না। এমনকি ও এ প্রস্তাবও দিল----গোটাকোম্পানিটা ও কিনে নেবে। এর অর্থ আমাদেরকে ওর চাকর হয়ে থাকতে হবে।ওকেবোঝানর সমস্ত এফোর্ট ফেইল করল। তখন আমরা স্থির করলাম,ওকে মেরে প্রোগ্রামিং করে রেখে দেব। ওর ভয়েস স্টাডি করলাম,ফিলিং, অ্যাপ্রোচ, ক্যারিসমা সব স্টাডি করে একদিন ও এই অফিসেঘরের মধ্যেই.....

----আর আমার যাকে দেখছি !
---সঞ্জীব নয়, ওর ইমেজ, যা আমাদের টেকনিক্যাল নোহাউ দিয়ে কাস্টমারদের সাথে স্পন্টেনিয়াসলি রিঅ্যাক্ট করাই।
----এই ঘটনা কতদিন আগে ঘটেছে ?
----চার বছর আগে
---তার মানে সঞ্জীবের সাথে আমার কোনদিনপরিচয়ই হয়নি !! ----সনজিদা গায়ে জ্যাকেটটা চাপিয়ে দরজার দিকে এগোলো।
----একি ! কোথায় যাচ্ছ ?
----হস্টেল।
----তুমি যে আমায় প্রমিস করলে ! এখন বিট্রে করছ !
----বিট্রে বলছ কেন, বল ওয়ার্ক মেথড।

পাঁচ
সনজিদা হস্টেল গেল না। পূর্ণ চন্দ্রের আকাশে গিয়ে বসলগঙ্গার ধারে। ওই বয়াগুলো, স্টিমার ছাড়ার আওয়াজ, বড় জাহাজটারস্থির ভেসে থাকা যা-যা কিছু ও দেখছে, আশঙ্কা হয় সনজিদার, তা কিদেখছে, নাকি ডিসকভারি চ্যানেলের কোন ডকুমেন্টারি। ও কি দেখতে পায়।
পিটারদা ছাড়া পৃথিবীর কেউ কি দেখতে পায় !

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com